মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ

আলোচ্য বিষয় – বৈশেষিক মতে কর্ম পদার্থ

B.A Hons.

3rd Year

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy

কর্মের সংজ্ঞা :-

বৈশেষিক দর্শন স্বীকৃত ছয় প্রকার ভাব পদার্থের মধ্যে অন্যতম একটি ভাব পদার্থ হল কর্ম। গুণের ন্যায় কর্মও দ্রব্যাশ্রিত একটি ভাব পদার্থ হলেও কর্ম যেমন দ্রব্য থেকে ভিন্ন পদার্থ, তেমনি গুণ থেকেও ভিন্ন পদার্থ। গুণ নিষ্ক্রিয়, কর্ম সক্রিয়। গুণ গতিহীন, কর্ম গতিশীল। গুণ স্থায়ী, কর্ম অস্থায়ী।

মহর্ষি কণাদ তাঁর বৈশেষিক সূত্রে কর্মের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন,

“ যা দ্রব্যাশ্রিত কিন্তু গুণ নয় এবং যা সংযোগ বিভাগের নিরপেক্ষ কারণ, তাই হল কর্ম”

যেমন, অশ্বের গতি কর্ম পদার্থ। অশ্ব হচ্ছে দ্রব্য। অশ্বের গতি অশ্বকে আশ্রয় করে থাকে। অশ্বকে আশ্রয় করে থাকলেও, গতি অশ্বের গুণ নয়, তা হচ্ছে অশ্বের ক্রিয়া বা কর্ম। গুণ, সংযোগ ও বিভাগের শর্তহীন কারণ হতে পারে না; কিন্তু কর্ম, সংযোগ ও বিভাগের শর্তহীন কারণ ।

বৈশেষিকগণ কর্মের অপর এক লক্ষণ দিয়েছেন –

"যা সংযোগ ভিন্ন, কিন্তু সংযোগের অসমবায়িকারণ, তাই হল কর্ম”।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় - হস্তের সঙ্গে দণ্ডের (লাঠির) সংযোগ হলে, সেই সংযোগের সমবায়িকারণ হয় হস্ত ও দন্ড। এই সংযোগের উৎপত্তির মূলে হচ্ছে হস্তের ক্রিয়া বা কর্ম (অর্থাৎ হস্ত সঞ্চালন, যা হস্তের সঙ্গে সমবায় সম্বন্ধে থাকে), যা ঐ সংযোগের অসমবায়িকারণ।

অনেকে আবার উল্লিখিত দুটি লক্ষণকেই 'গৌরবদোষে দুষ্ট রূপে গণ্য করে কর্মের একটি লঘু লক্ষন দিয়েছেন এবং তা হল -

'যা কর্মত্ব জাতি বিশিষ্ট তাই কর্ম’।

কর্ম দ্রব্যাশ্রিত হলেও সব দ্রব্যের কর্ম থাকে না। বিভু বা সর্বব্যাপী দ্রব্যের কর্ম থাকে না। কেবলমাত্র মূর্ত দ্রব্যেরই কর্ম থাকে।

কর্মের শ্রেণিবিভাগ:-

বৈশেষিক মতে কর্ম পাঁচ প্রকার। যথা-

১) উৎক্ষেপণ,

২) অবক্ষেপণ,

৩) আকুঞ্চন ,

৪) প্রসারণ ,

এবং ৫) গমন।

নিম্নে এই পাঁচ প্রকার কর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করা হল -

১) উৎক্ষেপণ:-

উৎক্ষেপণ সঙ্গে ঊর্ধ্বদেশের সংযোগ স্থাপিত হয়, তাকে বলা হয় 'উৎক্ষেপণ'। যেমন, কোনো প্রস্তর খন্ডকে ওপরের দিকে ছুড়ে দিলে, প্রস্তর খন্ডটির উৎক্ষেপণ ক্রিয়ার জন্য সেটি ঊর্ধ্বদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

২) অবক্ষেপণঃ-

যে কর্মের দ্বারা কোনো দ্রব্যের সঙ্গে অধোদেশের সংযোগ স্থাপিত হয়, তখন সেই কর্মকে বলে 'অবক্ষেপণ'। যেমন, কোনো প্রস্তর খণ্ডকে পাহাড়ের ওপর থেকে নীচের দিকে গড়িয়ে দিলে, প্রস্তর খন্ডটির অবক্ষেপণ ক্রিয়ার জন্য সেটি অধোদেশের সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

৩) আকুঞ্চন:-

যে ক্রিয়ার জন্য অধিকদেশ-বিস্তৃত বস্তুকে অল্পদেশে আনয়ন করা যায়, বস্তুর সেই ক্রিয়াকে বলে আকুঞ্চন'। যেমন, প্রসারিত হাতের পাঁচটি আঙুলকে সঙ্কুচিত করে হাত মুষ্টিবদ্ধ করা।

৪) প্রসারণ:-

যে ক্রিয়ার দ্বারা অল্পদেশ-বিস্তৃত বস্তুকে অধিকদেশে আনয়ন করা যায়, বস্তুর সেই ক্রিয়াকে বলে ‘প্রসারণ'। যেমন, মুষ্টিবদ্ধ আঙুলগুলি উন্মুক্ত করে তাদের অধিকদেশে প্রসারিত করা। প্রসারণ ক্রিয়ার দ্বারা কচ্ছপ তার দেহকে প্রসারিত করে। প্রসারণ আকুঞ্চনের বিপরীত প্রক্রিয়া।

৫) গমনঃ-

‘গমন' বলতে বোঝায় 'বস্তুর স্থান-পরিবর্তনমূলক ক্রিয়া'। অর্থাৎ, যে ক্রিয়ার দ্বারা বস্তুর স্থানান্তর সম্ভব হয়, বস্তুর সেই ক্রিয়াকে বলে 'গমন ক্রিয়া'। ভ্রমণ, রেচন, সান্দন, ঊর্ধ্বজ্বলন এ তির্যক গমন হচ্ছে গমনের প্রকারভেদ।

কর্মমাত্রই প্রত্যক্ষগ্রাহ্য নয়। মনের কর্মের লৌকিক প্রত্যক্ষ হয় না। পৃথিবী প্রভৃতির কর্ম লৌকিক প্রত্যক্ষের বিষয়।

The End